Semester - III (Hons.)
Paper - VI.
Rise of the modern West - I (15th & 16th centuries)

Topic — সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে বা পুঁজিবাদে উত্তরণ বা রূপান্তর : বিভিন্ন পন্ডিতদের বক্তব্য

কার্ল মার্কস মনে করতেন পুঁজিবাদের সূচনা হয়েছিল কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত বাণিজ্যে বিনিয়োগের মাধ্যমেই। তাঁর মতে এই প্রক্রিয়ার মূল কান্ডারী ছিল কৃষিসমাজের অন্তর্গত বিত্তশালী কৃষক এবং শহরগুলোর বণিকশ্রেণী যারা বাজার দখল এবং শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বাড়াবার উদ্দেশ্যে উদ্বৃত্ত অর্থকেই বিনিয়োগ করতে সক্ষম ছিল। বিনিয়োগ লাভজনক হবার সুবাদে এই প্রবণতা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়লে ধনতন্ত্রের উত্থানের পথ সুগম হয়।

মরিস ডব Studies in the Development of Capitalism গ্রন্থে বলেছিলেন সামন্ততন্ত্র কোন বাইরের আঘাতে ভাঙেনি। বাইরের আঘাতের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এর ভেতরকার স্ববিরোধিতা। তাঁর মতে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে দেখা দেওয়া সংকট সামন্ততন্ত্রের পতনের জন্য বেশি দায়ী। তাঁর মতে, একদিকে উৎপাদন কমছিল কিংবা সামন্তপ্রভুদের আয় হ্রাস পেয়েছিল এবং অন্যদিকে রাজাদের ও অভিজাতশ্রেণীর চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাজাদের এই দাবি উৎপাদকদের উপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছিল যে তা বহন করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। কৃষকদের উপর এই অত্যাধিক শোষণের ফলে কৃষকরা দলে দলে জমি ছেড়ে চলে যায়। আর যারা থেকে যায়, তাদের পক্ষে প্রচলিত সুবিধা টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে সামন্ততন্ত্রের পতন হয় এবং পুঁজিবাদের উত্থান হয়।

ডব আরও দেখান চতুর্দশ শতকে দাসদের স্বাধীনতা শুরু হলে অবস্থাপন্ন মেয়াদীদের জমিতে কৃষিকাজ। তাদের উৎপাদনের একটা বড় অংশ তাদের বিনিময়ের বাজারে বিক্রি করতে শুরু করে। কৃষকদের মধ্যে আলোকপ্রাপ্ত সচ্ছল যারা ছিল তারা কায়িকশ্রম বাদ দিয়ে নিজস্ব উৎপাদন নিয়ে সরাসরি বাজারে বিক্রি করতে শুরু করে। সেই বাণিজ্য থেকে যে মুনাফা হয় তা দিয়ে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের থেকে তাদের সম্পদের একটি অংশ কিনে নিয়ে আবার বাজারে নিয়ে যেত — তাঁর মতে এই তারাই সাধারণ কৃষক পুঁজিপতি কৃষক ও বণিকে পরিণত হয়েছিল (যে প্রক্রিয়াকে মার্কস বলেছেন The Revolutionary Way)। এইভাবে

Scanned with CamScanner

মরিস ডব মার্কসীয় অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মত দেন। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় কৃষি-পণ্যের সন্ধানে গ্রামে আসত ঠিকই কিন্তু ডবের মতে সামন্ততন্ত্রের পতনের প্রতি-পত্তি কৃষকের উপর [illegible] — ত্রুটিপূর্ণ ছিল, কারণ বিত্তশালী কৃষকরা কৃষি উৎপাদন বাড়াবার উদ্দেশ্যে জমিতে লগ্নি করতে শুরু করে।

পল সুইজি-র মতে আভ্যন্তরীণভাবে স্থিতিশীল সামন্ততন্ত্র ভেঙে যেতে পারে একমাত্র বাইরের শক্তির ধাক্কায় — আর এই বাইরের শক্তি ছিল বাণিজ্য ও বাজারের প্রসার। তাঁর মতে বাজারের প্রভাব নগর ও বাণিজ্যের বিকাশের ফলেই ইউরোপে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন হয় এবং সামন্ততন্ত্রের পতন হয়।

পোস্টান, লাদুরি প্রভৃতি ঐতিহাসিক মধ্যযুগে ইউরোপের জনসংখ্যা, [illegible] মনে করতেন পরিবর্তন — মানুষের দৈনন্দিন জীবিকা মেটাতে যখন [illegible] বিপুল সংখ্যার গত পরিবর্তন করতে হয়, ইউরোপীয় অর্থনীতিতে যেসব কাঠামো-গত পরিবর্তন, তারই পরিণাম ছিল সামন্ততন্ত্র।

রবার্ট ব্রেনারের মতে বিভিন্ন সমাজে সামন্ততন্ত্রের পতন [illegible] আবির্ভাব — তাঁর মতে, সামন্ততন্ত্রের পতন শ্রেণী বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল ছিল। সংগ্রাম এবং সম্পন্ন কৃষকরা। [illegible] প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল কৃষক শ্রেণীর উদ্যোগ — [illegible] ইংল্যান্ডে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কৃষকরা [illegible] ছিল, যা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করে। [illegible] পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা ও সম্পন্ন কৃষকদের চরম পরিণতি পুঁজিবাদী কৃষিব্যবস্থা। [illegible], আর এই কারণেই পুঁজিবাদী বিকাশ।

গী বোয়ার মতে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় [illegible] উৎপাদনের [illegible] বিরোধিতা থেকে ক্ষুদ্র উৎপাদক ও বৃহত্তর [illegible] যায়। সামন্ত প্রভুরা তাদের প্রজাদের থেকে সামন্তের অর্থ আদায়ের ক্ষমতা হারাতে শুরু করেছিল। অর্থনৈতিক ভিত্তি বজায় রাখতে [illegible]। অর্থনৈতিক ভিত্তি হারানোর ফলে ছিল সামন্ততন্ত্রের পতন।